বাসনা দেখিতে বড় তারকের মুখ।
জয়পুর গেলে আমি পাই বড় সুখ।।'
এত বলি ক্ষেপাচাঁদ উঠিল ক্ষেপিয়া।
কিসের বেদনা মোর গিয়াছে সারিয়া।।
বাটী হতে আসিলেন ঘাটে দৌড়াইয়া।
খেয়া নায় প্রাতেঃ এসে উঠিল লুফিয়া।।
লাফিয়ে লাফিয়ে যান সকল গুরায়।
বলে আমি পারে যাই কে কে যাবি আয়।।
পার হয়ে ক্ষণেক চলিল দ্রুতগতি।
ক্ষণেক হাঁটিয়া বলে 'নাহি গতিশক্তি'।।
চলিতে লাগিল শেষে অতি ধীরে ধীরে।
বসিয়া পড়িল শেষে হোগ্‌লা ভিতরে।।
ঘুমাইয়া পড়িলেন বনের ভিতরে।
তারকের উরুপাতি দিলেন শিয়রে।।
ক্ষণথাকি নিদ্রা অন্তে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ইতিনা গ্রামের মধ্যে দৌড়াইয়া যায়।।
এক বৃক্ষতলে বসি কহিছে গোঁসাই।
'উঠে যেতে যাইবার শক্তি আর নাই।।'
বেদনা উঠিল পেটে নাহি সরে বাক্।
ফুলিয়া উঠিল পেট মধ্যে এক চাক্।।
তারক কহিছে 'তবে এস মোর কোলে।
জনম সার্থক করি দেশে যা'ব চলে।।'
পাগলে করিয়া কোলে তারক চলিল।
গোঁসাই কহিছে 'মোর শ্বাস বন্ধ হ'ল।।'
তারপর তারক গোলোকে নিল স্কন্ধে।
বলে 'মোর মাথা ধরি থাকহ আনন্দে।।'
স্কন্ধে করি কিছু পথ চলিল হাঁটিয়া।।
গোঁসাই কহিছে 'যেন যাই শূন্য হৈয়া।।'
তাহা শুনি পাগলেরে ভূমে নামাইল।
সঙ্গে যত বস্ত্র ছিল পেটে জড়াইল।।
কটির উপরে রাখিলেন উচ্চ করি।
গোস্বামীকে বসাইল তাহার উপরি।।
অতি সাবধানে তারপর বসাইয়ে।
হেলিয়া গোসাইজীকে পৃষ্ঠেতে তুলিয়ে।।
হাঁটিয়া চলিল পৃষ্ঠো'পর রাখি ছাতি।
চলিছেন হরি বলি অতি দ্রুতগতি।।
ইতিনা ছাড়িয়া যান করফার মাঠে।
সম্মুখে মল্লিকপুর গ্রামের নিকটে।।
হেনকালে পৃষ্ঠ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়ি।
পুনঃলম্ফ দিল 'হরিবল' ডাক ছাড়ি।।
'হরি হরি' বলিয়া মারিল পুনঃলম্ফ।
পদভরে সেই স্থানে হৈল ভূমিকম্প।।
দৌড়াইয়া যায় যেন ঘূর্ণ-বায়ু-পাক।
দেখিয়া পথিক-লোকে হৈল অবাক।।
তারক দৌঁড়িয়া যায় ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে।
কোথায় গোস্বামী গেল না পায় খুঁজিয়ে।।
বড়ই বিমর্ষ হ'য়ে লাগিল হাঁটিতে।
অন্য এক ভদ্রলোক এসে নিকটেতে।।
সে বলিল 'এক ব্যক্তি অতি দৌড়াদৌড়ি।
বলিল যাইব আমি তারকের বাড়ী।।
আসিতেছে তারক কহিও তার স্থান।
লইয়া তিনটি আম্র যেন বাড়ী যান।।'
অমনি বাজারে গিয়া তিন আম্র ল'য়ে।
বাড়ী গিয়া দেখে আছে গোস্বামী বসিয়ে।।
অমনি দিলেন আম গোস্বামীর ঠাঁই।
পাইয়া অমৃত ফল খাইল গোঁসাই।।
পাড়া হ'তে নারীগণে ডাকিয়া আনিল।
আত্মবন্ধুবর্গ যত মেয়েলোক ছিল।।
তারক বসন গলে বিনয় করিয়া।
সবার নিকটে কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
'যখন তোমরা পাও কাজে অবকাশ।
আসিয়া সকলে থেকো গোস্বামীর পাশ।।
পায়ধরি বলি সবে এখানেতে তিষ্ঠ।
আমার গোঁসাই যেন নাহি পায় কষ্ট।।"